14 MAY 2017

এসডিজি বাস্তবায়নে সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এমডিজি'র মতো এসডিজি বাস্তবায়নেও বাংলাদেশ সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া মানসম্মত শিক্ষা, প্রযুক্তি সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধি সহায়ক নীতি প্রণয়ন করে বাংলাদেশ উন্নয়ন চ্যালেঞ্জসমূহ সহজেই মোকাবিলা করতে পারবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

গতকাল জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টনে অবস্থিত বিশ্বসেরা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সেমিনার বক্তারা এসব কথা বলেন। এতে জাতিসংঘ ও অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদারের প্রতিনিধিরা, হার্ভার্ডসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এসডিজি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

এসডিজি : বাস্তবায়নে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আগত নীতি-নির্ধারক, থিংক ট্যাংক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী, বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

আঙ্কটাড নিউইয়র্কের প্রধান সান্তাল রাইন কারপেনটিয়ার, ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের সাবেক উপ-প্রধান ডেভিড মিয়েলি এবং ইউএনসিডিএফ'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর রুথ গুডউইন গ্রয়েন বলেন, বাংলাদেশ সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। এরফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীও উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারছে এবং উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে। সরকারের এই পদক্ষেপ এসডিজির লক্ষ্যসমূহ অর্জনে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল ইকোসিস্টেম বাস্তবায়নে এটুআই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে যা এজডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অপরিহার্য।

বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমিরিটাস ও বোস্টন ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্সের প্রেসিডেন্ট গুস্তাব পাপানেক বলেন, অর্থনৈতিক মন্দার কারণে যেখানে বিশ্বের অনেক দেশের প্রবৃদ্ধি কমেছে সেখানে বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে ৬ ভাগের উপরে প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে যা বর্তমানে ৭ ভাগের উপরে। ৮০ ভাগ থেকে দারিদ্র্য কমে বর্তমানে ৩০ ভাগ এর নিচে নেমেছে। রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে যা বিশ্বের অনেক দেশের পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

ড. মশিউর রহমান উপস্থিত ব্যবসায়িক প্রতিনিধিসহ বিনিয়োগকারীদের এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করতে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিনিয়োগকে সহজ করার ক্ষেত্রে যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সামর্থ্য বাংলাদেশ সরকারের রয়েছে। দেশের উদ্যোক্তাদের সম্বন্ধে তিনি বলেন, নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়েই আমাদের উদ্যোক্তারা দেশের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এসডিজি বাস্তবায়নের প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ বলেন, উন্নয়ন অর্থায়নে ঘাটতি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে এই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দেয়া মাইক্রো সেভিংস মডেল বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আমরা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে গতিশীল করতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করেছি। বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান তৈরি করার শেষধাপে রয়েছে। আমরা আশা করি বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের গ্লোবাল এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ প্রোগামের পরিচালক থমাস ই. লার্সটেন বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রশংসা করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে যা উভয় দেশকেই সমানভাবে উপকৃত করছে। এমআইটি-লিগাটাম সেন্টার ফর ডিভিলপমেন্ট অ্যান্ড এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক এমিরিটাস এবং গ্রামীণফোনের সাবেক প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও ইকবাল কাদির বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের ৮০ ভাগ মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে। টেলিকমিউনিকেশন খাতে প্রথম বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে ১৯৯৬-এর সরকারের সময় যা এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত।

তিনি বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার ব্যবস্থা 'বিকাশ', প্রাইভেট ট্যাক্সি 'ইউবার'সহ এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর